সমকাল

তারিখ 10 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

# স্কুলশিক্ষকদের ভর্ৎসনা, ফি পরিশোধের চাপই কারণ

■ চাঁদপুর প্রতিনিধি

চাঁদপুর সদর উপজেলায় শিক্ষকের অপমান সইতে না পেরে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সাথী আক্তারের আত্মহত্যার ঘটনায় তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে গঠন করা তিন সদস্যের কমিটি। গত ৫ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসক আব্দুস সবুর মণ্ডলের কাছে এ প্রতিবেদন দেওয়া হয়। কমিটির প্রধান সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উদয়ন দেওয়ান সমকালকে জানান, সাথীর আত্মহত্যার কারণ তদন্ত করতে গিয়ে বাগাদী গনি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভর্ৎসনা, স্কুলের ফি পরিশোধের চাপ, ব্যবস্থাপনা কমিটির দুর্বলতার বিষয়গুলো উঠে এসেছে। এসব কারণ সাথীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সদর উপজেলার বাগাদী ইউনিয়নের মধ্য বাগাদী গ্রামের বাড়িতে গত ২৯ আগস্ট গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস দিয়ে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

## স্কুলশিক্ষকদের ভর্ৎসনা

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

আত্মহত্যা করে বাগাদী গনি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সাথী। তার বাবা দেলোয়ার হোসেন পেশায় দিনমজুর। পরিবারের অভিযোগ, বেতন ও পরীক্ষার ফি কম দেওয়ায় সাথীসহ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক ২৮ আগস্ট রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং কান ধরে ওঠবস করান। এতে অপমানিত হয়ে সাথী আত্মহত্যা করে। এ ঘটনায় বাগাদী গনি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক আলাউদ্দিন মজুমদার, জাকির হোসেন, জাহাঙ্গীর হোসেন ও অফিস সহকারী ফাতেমা বেগমকে আসামি করে ৩০ আগস্ট সদর থানায় মামলা করেন সাথীর বাবা। ওইদিনই আলাউদ্দিন মজুমদারকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উদয়ন দেওয়ান জানান, বেতন ও ফির নামে স্কুল কর্তৃপক্ষের অব্যাহত চাপ, ব্যবস্থাপনা কমিটির দুর্বলতা, ভর্ৎসনাসহ বিভিন্ন কারণ সাথীর আত্মহননের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে তদন্তে লক্ষ্য করা গেছে। তিনি বলেন, বাগাদী গনি উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্ধারিত সেশন ফি, টিউশন ফি, পরীক্ষা ফি নিয়মতান্ত্রিক পর্যায়ে নেই। শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্তৃপক্ষের চাপের কারণে সৃষ্ট অভিমান, মনোকষ্ট সাথীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে। তিনি জানান, ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র তহবিল নেই। শিক্ষকরা বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন, অর্থ আদায়ে মৌখিক চাপ বা শাস্তি দিয়ে থাকেন। এ ধরনেরই অবস্থার শিকার হয় সাথী।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মাহবুব মণ্ডল জানান, তিনি একাধিকবার বাগাদী গ্রামে গিয়ে এলাকাবাসী ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। পরিবারের দারিদ্র্য, স্কুলের পাওনা টাকা পরিশোধে ব্যর্থতা ও শিক্ষকদের ভর্ৎসনাসহ কতগুলো বিষয় সাথীকে আত্মহননে প্ররোচিত করেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে গতকাল শুক্রবার সকালে সাথীর বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, মা চায়না বেগম মেয়ের শোকে কাতর। দিনমজুর স্বামী দেলোয়ার কাজে গেছেন। মেয়ের আত্মহত্যার পেছনে দায়ীদের বিচার দাবি করেন চায়না বেগম।

এ ঘটনায় গ্রেফতার স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন মজুমদার জামিন আবেদন করলেও তা আদালতে মঞ্জুর হয়নি। এসআই মাহবুব মণ্ডল জানান, আলাউদ্দিন মজুমদারের নামে ২০১৫ সালে একটি চেক জালিয়াতির মামলায়ও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি রয়েছে। সাথীর আত্মহত্যার ঘটনার মামলার বাকি তিন আসামিকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।